মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা/২০১৫

অর্থনীতি ১ম পত্র (১০৯) ও ২য় পত্র ১১০

পরীক্ষকদের প্রতি নির্দেশনাবলী

১। বোর্ড থেকে প্রাপ্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা ও বিষয়কোড মিলিয়ে নিতে হবে।

২। উত্তরপত্রের ভিতরে লাল বলপয়েন্ট কলম দ্বারা মার্জিনের ভিতরে বামপাশে উত্তরের শেষে ইংরেজিতে নম্বর প্রদান করতে হবে।

৩। ভিতরে প্রাপ্ত নম্বরের নীচে আন্ডার লাইন করতে হবে। যে উত্তরে নম্বর পাবে না সেক্ষেত্রে ০০ প্রদান করতে হবে।

৪। কোনক্রমেই ভগ্নাংশ নম্বর প্রদান করা যাবে না।

৫। নম্বর প্রদান কাটাকাটি বা উপরিলিখন করা যাবে না। নম্বর পরিবর্তন করতে হলে একটানে কেটে দিয়ে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে।

৬। অতিরিক্ত নম্বর প্রদান কিংবা কাপর্ন্য করা যাবে না।

৭। প্রচ্ছদে বৃত্ত ভরাট ও নম্বর কাল বল পয়েন্ট কলম দ্বারা দিতে হবে।

৮। প্রান্তিক নম্বর যেমন ১৯, ২৩, ২৯, ৩৫, ৪১ ও ৪৭ রাখা যাবে না।

৯। কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষক ছাড়া উত্তরপত্র জমা দেয়া যাবে না।

১০। উত্তরপত্র মূল্যায়নে প্রয়োজনে প্রধান পরীক্ষকের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

১১। নমুনা উত্তরপত্র ছাড়াও পরীক্ষার্থীরা অনেক বিকল্প উত্তর লিখতে পারে সেক্ষেত্রে সঠিক হলে বিবেচনা করে নম্বর প্রদান করতে হবে।

১২। ১ম কিস্তি কমপক্ষে ১০০টি উত্তর ১২/৫/২০১৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে এবং শেষ কিস্তি ১৮/৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে সংশ্লিষ্ঠ প্রধান পরীক্ষকের বরাবর হাতে হাতে প্রদান করতে হবে। কোনক্রমেই ডাকযোগে পাঠানো যাবে না।

১৩। শেষ কিস্তির সাথে ১০ টাকার রেভিনিউ টিকিট দিতে হবে।

১৪। প্রতিটি প্রশ্নের ক, ক, গ, ঘ নং উত্তরের প্রাপ্ত নম্বর দাগ নং এর উপরে যোগ দেখাতে হবে। যেমন-১+২+৩+৪=১০ উল্লেখ্য কভার পৃষ্ঠায় শুধু যোগফলটি তুলতে হবে।

১৫। কোন পরীক্ষার্থী ভূলবশত: প্রশ্নের নম্বর যদি না লেখে তবে পরীক্ষক নম্বরটি লিখে মূল্যায়ন করবেন।

১৬। একই বিভাগ হতে সবকটি প্রশ্নের উত্তর দিলে ১ম ২টি রেখে শেষেরটি অতিরিক্ত লিখে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে।

প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা/২০১৫

বিষয় : অর্থনীতি ১ম পত্র (১০৯)

সম্ভাব্য উত্তরাবলীর নমূনা

১। একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ উত্তর দিলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে ০৮টি বৈশিষ্ট বর্ণনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২। সংজ্ঞাসহ আলোচনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যাবে । দ্বিতীয় অংশে চাহিদা সূচি দিয়ে ছবি দিয়ে বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৩। বিধিটির সূচি এবং চিত্র ব্যতিক্রমসহ বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৪। ভারসাম্যের সংজ্ঞা এবং সূচি ও চিত্রসহ আলোচনা করলে করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৫। মোট ব্যয় সংজ্ঞা অথবা সমীকরণসহ আলোচনা করলে করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৬। বাজারের কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দিলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবারের কমপক্ষে ০৭টি যৌক্তিক পার্থক্য আলোচনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৭। কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দিলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে কমপক্ষে ০৭টি যৌক্তিক পার্থক্য আলোচনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৮। চিত্রসহ তত্ত্বটি আলোচনা কলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৯। কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ আলোচনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে কমপক্ষে ০৮টি কার্য আলোচনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১০। চিত্রসহ বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১১। সংজ্ঞাসহ কমপক্ষে ০৫টি যৌক্তিক পার্থক্য লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১২। কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা অথবা সমীকরণসহ বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৩। যোগানের কমপক্ষে ০৫টি নির্ধারকের বর্ণনা দিলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৪। একজন অর্থনীতিবিদের সূত্রসহ সংজ্ঞা আলোচনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৫। মূলধনের সংজ্ঞা অথবা উদাহরণসহ সংজ্ঞা পার্থক্য বর্ণনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৬। কমপক্ষে ০৫টি সুবিধা বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৭। কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ উদাহরণ বর্ণনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৮। কমপক্ষে ০৫টি যৌক্তিক পার্থক্য বর্ণনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৯। মূদ্রার চাহিদা সংজ্ঞা এবং উপাদানসহ ব্যাখ্যা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২০। সংজ্ঞা এবং সূত্রসহ আলোচনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২১। মোবাইল ব্যাংকিং এর গুরুত্বসহ বর্ণনা করলে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা/২০১৫

বিষয় : অর্থনীতি ২য় পত্র (১১০)

সম্ভাব্য উত্তরাবলীর নমূনা

ক-বিভাগ

১। কমপক্ষে ১০টি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২। কমপক্ষে ০৭টি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৩। কমপক্ষে ০৭টি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৪। মূল বক্তব্য, ম্যালথ্যাসীয় চক্র, গাণিতিক ও জ্যামিতিক বৃদ্ধির ব্যাখ্যাতে পূর্ণ নম্বর এবং কমপক্ষে ০৩টি সমারোচনা লিখলে পূর্ণনম্বর দেয়অ যেতে পারে।

৫। কমপক্ষে ১০টি পয়েন্ট ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৬। সঠিক উত্তর দিলে ১ম ংশে সর্বোচ্চ নম্বর দেয়া যাবে। (কমপক্ষে ০২জন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা লিখতে হবে। দ্বিতীয় অংশে নামসহ অর্থায়নের উৎস লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

(বিকল্প) কমপক্ষে ২জন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ ০৭ টি উৎসের বিবরণ দিলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৭। কমপক্ষে দুইজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ ব্যাখ্যা করলে এবং ২য় অংশে শুধুমাত্র সংজ্ঞা থাকলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

(বিকল্প) মূদ্রাস্ফীদের কমপক্ষে একজন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা ২য় অংশের চিত্রসহ উভয় ধরণের মূদ্রাস্ফীতির বিশ্লেষণ করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৮। কমপক্ষে ১জন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের কমপক্ষে ০৬টি সুবিধা লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

৯। কমপক্ষে ১জন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞাসহ কমপক্ষে ৬টি ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

খ-বিভাগ

১০। ০৪টি উখাতের নামসহ ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১১। ০৫টি গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১২। সংজ্ঞাসহ ব্যাখ্যা দিলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৩। সূত্রসমূহ সংজ্ঞা লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৪। সূত্রসমূহ সংজ্ঞা লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৫। ০৫টি খাত ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৬। ০৫টি সুবিধা ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৭। সূত্রসমূহ বর্ণনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৮। ০৫টি তুলনা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

১৯। ০৫টি আয়ের উৎস ব্যাখ্যা করলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২০। সংজ্ঞা দিলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

২১। ০৫টি সমস্যা লিখলে পূর্ণ নম্বর দেয়া যেতে পারে।

প্রধান পরীক্ষকবৃন্দ